গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা-২ (র‍্যাপ-২)

সিডাব্লিউ-৬

ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এবং রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (ঊইকেয়ার)
ফেজ-১:
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

বরাবর:

প্রকল্প পরিচালক
উইকেয়ার ফেজ-১: আরসিএমএমআইআইপি
লেভেল-০৩, আরডিইসি ভবন, এলজিইডি
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

যৌথ উদ্যোগে জমাকারি:

ইএডিএস-ইসিএল-ভিসিপিএল

Table of Contents

ভূমিকা: 1
প্রকল্পের বর্ণনা: 1
প্রকল্পের পুনর্বাসনের প্রভাব: 1
স্থানান্তর এবং জীবিকা পুনঃস্থাপন: 2
প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা: 2
খরচ/মূল্য নিরূপণ ও বরাদ্দ: 3

ভূমিকা:

বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং প্রধান বাস্তবায়ন-কারী সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে (এলজিইডি) সাথে নিয়ে ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (উইকেয়ার) বাস্তবায়ন করছে। উক্ত উইকেয়ার প্রোগ্রাম তিন ধাপে আগামী ১০ বছরের মধ্যে উক্ত দশ জেলায় যথাক্রমে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও পাবনায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১ম ফেইজে আগামী ৫ বছরে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় এবং ৩য় ও ৪র্থ ফেইজে পরবর্তী ৫ বছরে বাকী অন্য জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারিত হয়েছে।

উইকেয়ার প্রোগ্রামটির কার্যক্রমের ৪টি ধাপ/পর্যায় রয়েছে যেখানে এলজিইডির কার্যক্রমের মধ্যে ২য় ধাপে রয়েছে: ২য় ও ৩য় পর্যায়ের রাস্তার উন্নয়ন এবং লজিস্টিক অবকাঠামো ও সেবার উন্নয়ন বিকাশ, ৩য় ধাপে রয়েছে: প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা ও স্থায়িত্ব (টেকসই উন্নয়ন) এবং ৪র্থ ধাপে রয়েছে: কোভিড-১৯ এর ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম।

প্রকল্পের বর্ণনা:

১ম ফেইজে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য উইকেয়ার প্রোগ্রামে মোট ১৬টি চুক্তি প্যাকেজ (CW) রয়েছে। চুক্তি প্যাকেজ (CW-৬) এর আওতায় ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলায় অবস্থিত খামারপাড়া ও লাঙ্গলবান্ধ নামে ২ টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) ও তৎসংলগ্ন ২৩.৭৪ কিঃমিঃ রাস্তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্রকল্পের পুনর্বাসনের প্রভাব:

জরিপের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে মোট ২৮১টি হাউজহোল্ড, ৯টি সিপিআর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর মধ্যে ৮৩ জন স্কোয়াটারের সাথে ১৯৮ স্বত্বাধাকারী ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার ২ টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) ও তৎসংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শুমারিতে পরিলক্ষিত হয় যে, নির্মাণ-কালীন সময়ে ব্যবসা স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে মোট ২০৬টি দোকানের ব্যবসা বন্ধ করে সব দোকান ভেঙ্গে ফেলতে হবে ফলে তদনুযায়ী ২০৪ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুমারিতে আরও দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দোকান বা কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারনে মোট ৮০টি দুস্থ পরিবার (ভালনারেবল হাউসহোল্ড), ৩ জন দিন মজুর, এবং ৬১ জন ভাড়াটিয়া ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত হাউসহোল্ডের মধ্যে, ৮২৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা হয়েছে যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু তাদের কাউকেই শারীরিক ভাবে স্থানান্তরিত করা হবে না যতক্ষণ তাদের আবাসিক প্রাঙ্গণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানান্তর এবং জীবিকা পুনঃস্থাপন:

এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার প্যাকেজের অধীনে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট আপগ্রেড করার জন্য কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। গ্রোথ সেন্টার মার্কেট নির্মাণের সময় বা পরে কোন দোকান মালিক এবং বিক্রেতাদের স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে না, এমনকি নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে নির্বাচিত বিকল্প কোন স্থানে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দোকান মালিক এবং বিক্রেতারা নির্মাণ-কালীন সময়ে গ্রোথ সেন্টার মার্কেটের মধ্যেই তাদের পছন্দ মত বিকল্প কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসা স্থানান্তর করবেন। প্রকল্প, বাজার কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্থানান্তর প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করবে। প্রস্তাবিত রাস্তা প্রশস্তকরনের জন্য মোট ৪.৮২ একর জমি অধীগ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে ৪.৬৫২ একর ব্যাক্তি মালিকানাধীন এবং ০.১৯৫ একর ডিসি মালিকানাধীন সরকারী জমি।

ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য, এলজিইডি পুনর্বাসন ক্ষতিপূরণ এবং একাধিক পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করবে যার মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর ও পুনর্গঠন অনুদান, ব্যবসার ক্ষতি, মজুরি শ্রমিকের ক্ষতি, ভাড়া দেয়া এবং বাণিজ্যিক প্রাঙ্গণের ভাড়া দেয়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষতি এবং দুঃস্থ পরিবারের জন্য অনুদান ও বীজ অনুদান। এই প্যাকেজের অধীনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিকল্প কোন পুনর্বাসন সুবিধার প্রয়োজন হবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা:

উইকেয়ার প্রোগ্রামের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিবেশগত এবং সামাজিক কর্মক্ষমতার সামগ্রিক দায়িত্ব পিআইইউ এর উপর ন্যাস্ত থাকবে। পিআইইউ সেফগার্ড বিশেষজ্ঞ এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী এনজিও/পরামর্শকারী সংস্থার

পাশাপাশি, পিআইইউ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং তদারকি পরামর্শদাতাকে (পিএমএসসি) নিযুক্ত করবে যাতে ঠিকাদার তাদের নির্মাণ-সম্পর্কিত, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের বাস্তবায়ন সহ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা তদারকি করতে পারে যার সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এলজিইডি, কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় পরামর্শক সংস্থা, ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইএসএফ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিবে। প্রস্তাব অনুযায়ী, বাস্তবায়নের সময় যে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য অতিরিক্ত ৩ মাস ধরে ৯ মাসের মধ্যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প চলাকালীন জমি অধিগ্রহণ, কাঠামো, গাছ, ব্যবসা এবং অন্যান্য প্রভাবের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ২৪ শে এপ্রিল, ২০২২ সালে জিআরসি, জেভিসি, পিভিএসি এবং আরএসি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগের সমাধান ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশ্ব ব্যাংক এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

খরচ/মূল্য নিরূপণ ও বরাদ্দ:

চুক্তি প্যাকেজ (CW-৬) এর পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থ হল ১৩২,০৯৮,৪১৬ টাকা যার মধ্যে ২ টি জিসিএম এর জন্য বরাদ্দ ১৮,৬১৮,২১৪ টাকা এবং রোড নেটওয়ার্কের জন্য বরাদ্দ ১১৩,৪৮০,২০২ টাকা।